**প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক বিতরণ**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, বুধবার, ১৮ আশ্বিন ১৪১৯, ০৩ অক্টোবর ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস-চ্যান্সেলরগণ,

বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকবৃন্দ,

সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী,

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইমকুম।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাবী ও কৃতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আপনারা যারা স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন, আপনাদের জন্য রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে আপনারা জ্ঞানের জগতে একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আপনারা এই সাফল্যে একদিকে যেমন আপনাদের মাতা-পিতা, শিক্ষকমন্ডলী গৌরবান্বিত হয়েছেন, তেমনি  দেশবাসীও আশাবাদী হয়েছে।

আমি আশা করব, শিক্ষা জীবনে যেমন করে আপনারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, ভবিষ্যতে কর্মজীবনেও নিজেদের মেধা, দেশপ্রেম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়নে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

কারণ শিক্ষিত জাতি ছাড়া দেশ উন্নত হয়না। দারিদ্রমুক্ত দেশ গঠন করতে হলে শিক্ষিত জাতি প্রয়োজন। শিক্ষার জন্য যে অর্থ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খরচ করছে তা এ দেশের জনগণের অর্থ, কৃষক-শ্রমিকের ঘাম ও রক্তের উপার্জন।

সেজন্য গরীব-দুঃখী মানুষের কল্যাণে এবং তাঁদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে আপনাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। আমি আশাবাদী ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে আপনারা যথাযথ ও সঠিক নেতৃত্বদানে সক্ষম হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। বিগত সাড়ে তিন বছরে শিক্ষাখাতে একটি বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০১০ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত আমরা একটি সমন্বিত শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছি। এ শিক্ষা নীতিতে গণশিক্ষা থেকে শুরু করে প্রাথমিক, মাদ্রাসা, উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল পর্যায়কে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছি। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করছি। প্রাথমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে সমাপনী পরীক্ষা চালু করা হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর চাপ মোকাবিলায় আমরা ভাল স্কুলগুলোতে একাধিক শিফট চালু করেছি। ২০ হাজার ৫০০ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। গরীব-মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপ-বৃত্তির পরিমাণ এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৮০ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে।

আগ্রহী কেউ যাতে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য আমরা সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে নতুন নতুন  বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন উৎসাহিত করছি।

পাঁচ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র আট লাখ। আর আজ সেই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২২ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

সংখ্যার দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ স্থানে। চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়ার পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। এটি একটি বিশাল একটি অর্জন। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে আমাদের সরকারের দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপের ফলে।

সুধিবৃন্দ,

উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬২টি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে আমরা ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান নির্ণয়ের জন্য একটি স্বাধীন এক্রিডিটিশন কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

এ ছাড়াও বিদেশী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে বাংলাদেশে নিয়ম-কানুনের আওতায় তাদের শাখা স্থাপন অথবা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, এ লক্ষ্যে প্রণীত বিধিমালা পর্যালোচনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সরকারের ওপর নির্ভরশীল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন বাজেটের ১০০ ভাগ এবং রাজস্ব বাজেটের ৯০ ভাগ সরকার দিয়ে থাকে। সরকারি অর্থের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্বশাসনের অধিকারকে খর্ব করছে।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় বের করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করছি। সকল বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটা ট্রাষ্ট ফান্ড গড়ে তুলতে পারে। এই ফান্ডে প্রাক্তণ ছাত্রছাত্রীরা অনুদান দিতে পারেন। দানশীল ব্যক্তিরাও অনুদান দিতে পারেন। এ অনুদানের টাকা ইনকাম ট্যাক্স মুক্ত হবে।

সুধিবৃন্দ,

গত সাড়ে তিন বছরে আমরা মোট ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। এছাড়াও আরও ৫টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের খসড়া প্রস্ত্তত করা হয়েছে। এগুলো হল: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী আরবি এ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়, ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরিশাল মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় । দেশের স্বাধীনতার পর কোন একক সরকারের আমলে এটাই সর্বোচ্চ অর্জন। এছাড়া আমরা টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও নতুন চারটি কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি।

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা ও গবেষণা প্রধানতঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর। বাংলাদেশেও প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার ঘটছে। Bangladesh Research and Education Network (BdREN) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চগতির নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। অবশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও আগামী এক বছরের মধ্যে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।

উচ্চশিক্ষার দ্বার যেন সকলের জন্য অবারিত থাকে সেজন্য আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখায় সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীর এডুকেশন ট্রাস্ট গঠন করেছি। এ তহবিলে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সোস্যাল কর্পোরেট সেক্টর থেকে এই তহবিলে আরও অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা উন্নত গবেষণা পরিচালনার জন্য দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত একটি পৃথক উন্নয়ন ও গবেষণা তহবিল গঠন করি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার জন্য বিশেষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুদান চালু করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি এবং উচ্চতর পড়াশুনার জন্য আমরা বঙ্গবন্ধু বৃত্তি চালু করি। কিন্তু পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এই কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়।

এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা পুনরায় এই কর্মসূচি চালু করেছি। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপের অনুদানের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উন্নত মানসমৃদ্ধ এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এটি হবে একটি স্বায়ত্বশাসিত স্টাটিউটরি বডি। যার দায়িত্ব হবে শিক্ষা এবং গবেষণার মানকে উন্নত করা।

সুধিবৃন্দ,

বিশ্বের দরবারে আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদেরকে শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য সকলক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে স্থান করে নিতে হবে।

একটি জনবহুল দেশ হওয়া সত্বেও আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অজর্ন করেছি। সাড়ে তিন বছরে ১০ শতাংশ দারিদ্র হ্রাস করেছি। আমাদের যে কৃতিত্ব তা দেশে ও বিদেশে প্রশংশিত হয়েছে।

আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে গণতন্ত্র চর্চাকে অব্যাহত রাখতে হবে। অতীতে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা না থাকায় দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

সুশিক্ষিত এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, উন্নত, প্রগতিশীল এবং মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব ইনশাআল্লাহ, এ বিশ্বাস আমার আছে।

আসুন একটি আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাড়ানোর জন্য সকলে একযোগে কাজ করি।

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের আবারও অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...